দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 FEB 2009
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৮

একমুখীন শিক্ষা-পদ্ধতির কোন বিকল্প নাই

একটি জাতি বা দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে হইলে শিক্ষার কোন বিকল্প নাই। আর এ কারণেই 'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড' এই প্রবচনটি সমাজে চালু রহিয়াছে। কিন্তু শিক্ষাকে উহার সঠিক অবস্থানে দাঁড় করাইতে না পারিলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকাইলে উহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। এ কারণেই সকল সভ্য দেশেই শিক্ষাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হইয়া থাকে। একটি সুশিক্ষিত জাতিই পারে সকল প্রকার উন্নয়ন-উন্নতির গ্যারান্টি দিতে। শিক্ষা মানুষকে শুধু তাহার দিব্য-দৃষ্টিই খুলিয়া দেয় না, তাহাকে একজন সভ্য মানুষেও রূপান্তরিত করে। সুশিক্ষার মধ্য দিয়া ব্যক্তি-মানুষ এবং সমাজ-মানস মানবিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ হয় এবং 'প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকের তরে' এই অনুভূতির উন্মেষ ঘটে হৃদয়ে। ফলে শিক্ষিত মানুষেরা সমাজকে আগাইয়া লইয়া যাওয়ার প্রধানতম বাহনরূপে সকলের নিকট শ্রদ্ধেয় হইয়া থাকেন।

বলা নিষ্প্রয়োজন, শিক্ষা কার্যক্রমকে মানবিক এবং প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান-মনস্ক করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারিলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইতে বাধ্য। আমাদের দেশে প্রাথমিক পর্যায় হইতেই বিভিন্ন ভাষা-মাধ্যম, বিভিন্ন সিলেবাস এবং বহুক্ষেত্রে বিপরীতমুখী শিক্ষা কার্যক্রম চালু রহিয়াছে। গত সাড়ে তিন দশকেও একটি অভিন্ন, সমদর্শী ও সুসমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা এখানে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার পরিণামে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যেই এক প্রকার অনভিপ্রেত বৈষম্য গড়িয়া উঠিতেছে। এ বৈষম্য মানসিকতায়, এ বৈষম্য অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও দারুণ নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করিতেছে!

গত বুধবার ১১ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীতে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত এক আলোচনায় বক্তারা যথার্থই বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকায় এই বৈষম্যের সূত্রপাত ঘটিতেছে। প্রতিটি ভাষা-মাধ্যমে পৃথক পাঠক্রম বা সিলেবাস রহিয়াছে। ফলে দেশে কোন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম আমরা চাই, কোন ধরনের নাগরিক শিক্ষা-মাধ্যমে গড়িয়া তুলিতে চায় রাষ্ট্র— এই মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এতদিনেও পাওয়া যায় নাই। এমতাবস্থায়, শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান এই বহুমুখী স্রোতকে একটি মূল স্রোতধারায় ফিরাইয়া আনা অত্যাবশ্যক। বলাবাহুল্য, একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করাই হইতে পারে এহেন সংকটের জবাব। একমুখী শিক্ষা প্রচলন করা না গেলে এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিকল্পনাহীনভাবে বিভিন্ন ভাষা-মাধ্যম এবং বিভিন্ন সিলেবাস এখনকার মত চালু থাকিলে মনে-মানসিকতায় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হইতেই থাকিবে। আর উহা সমাজ-মানসের জন্য কালক্রমে এক ভয়াবহ বিষবৃক্ষের রূপ নিতে পারে। তাই ইংরেজি শিক্ষা, বাংলা শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি এবং এইগুলিকে যুগোপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমরা মনে করি বাস্তবমুখী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার জন্য সরকারের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ধরা যাক মাদ্রাসার কথা। মাদ্রাসায় অনুৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী তৈরি করার অর্থ জাতীয় উন্নয়নকেই ব্যাহত করা। বরং মাদ্রাসায় ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি যুগোপযোগী অন্যান্য পাঠ্যক্রম বিশেষ করিয়া আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান-নির্ভর করিয়া তুলিতে পারিলে মাদ্রাসার বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী আমাদের জাতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করিতে পারিবে। বিভিন্ন ভাষা মাধ্যম ও সিলেবাসকে একসূত্রে বাঁধিতে হইবে, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান মনস্ক সিলেবাসের সহিত মিলাইতে হইবে দেশজ চেতনা ও সংস্কৃতি। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী না করায় মাদ্রাসাগুলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে জঙ্গিবাদ উত্থানের ক্ষেত্রভূমি হইয়া দাঁড়াইতেছে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই যেহেতু সত্যিকারের মমত্বশীল এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরি করা, সেহেতু একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমেই কেবল উহা সম্ভবপর হইতে পারে। ইংরেজি স্কুলে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা যদি দেশের মূল চেতনা হইতে দূরে ছিটকাইয়া পড়ে বা উন্নাসিক হইয়া ওঠে, কিংবা বৃহৎ জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজেকে স্বার্থমগ্ন করিয়া তোলে তাহা হইলে তো ঐ শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে বাধ্য। একমুখী শিক্ষা যে অতীব প্রয়োজন তাহা বর্তমান সরকারের আমলে যেমন, তেমনি অতীতের সরকারগুলির আমলেও তীব্রভাবে অনুভূত হইতে দেখা গিয়াছে। শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশনও গঠিত হইয়াছে। কিন্তু কমিশনের রিপোর্টগুলির ক্ষেত্রেও অস্পষ্টতা এবং উহা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মহলের গড়িমসিতে সবকিছু ভেস্তে যাইতে দেখা গিয়াছে। মোদ্দাকথা, দেশোন্নয়নে বাস্তবতার নিরিখে সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা জনগণ কামনা করে। আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন প্রকার বৈষম্য দেখিতে চাহি না, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার অনুপযোগী ছাত্র তৈরি করুক, তাহা কেহই চায় না। শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন প্রকার ফাঁকি দেওয়ার অর্থই হইতেছে নিজেদেরই প্রকারান্তরে ফাঁকি দেওয়া।

টাস্কফোর্স : গুদামে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মোজাম্মেল হককে অভিযুক্ত করে তার বিরুদ্ধে থানায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে। টাস্কফোর্স সূত্র জানায়, পুস্তক ভবন ও বিশ্ব বিচিত্রা নামে দুটি প্রতিষ্ঠানের ৮টি গুদাম থেকে উদ্ধার করা পুস্তকের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন পাঠ্যবই ছাড়াও বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত বিপুল পরিমাণ প্রাথমিক স্তরের বইও রয়েছে। পাশাপাশি নিম্নমানের কাগজে নকল পাঠ্যবই ও অবৈধ নোট ও গাইড বইও উদ্ধার করা হয় এ অভিযানে। প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির পাঠ্যপুস্তক বাজারে পাওয়া না গেলেও তা বাংলাবাজারের ব্যবসায়ীদের গোডাউনে স্তূপ আকারে দেখে বিস্মিত হয়ে যান টাস্কফোর্সের সদস্যরা।

পুস্তক ভবনে অভিযানের সময় প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ৩০ হাজার কপি পাঠ্যবই উদ্ধার করা হয়। পরে ওই প্রতিষ্ঠানের মালিক মোজাম্মেল হক সিকদারকে আটক করা হয়। এরপর অভিযান চলে বাংলাবাজারের বই বিচিত্রসহ আরও অন্তত ৮টি প্রতিষ্ঠানের গোডাউন ও ছাপাখানায় অভিযান চালানো হয়। এসব প্রতিষ্ঠান থেকেও অনুমোদিত পাঠ্যবইসহ বিপুল পরিমাণ নকল বই উদ্ধার করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আরও ৩ ব্যবসায়ীকে আটক করা হলেও তাদের জিজ্ঞাসার পর ছেড়ে দেয়া হয়।

এনসিটিবি ও পাঠ্যবই সংক্রান্তে গঠিত টাস্কফোর্সের অন্যতম সদস্য ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ওয়ারী জোনের উপ-পুলিশ কমিশনার জানান, পাঠ্যবই উদ্ধারে অভিযান চলবে।